[redacted]

[redacted]

[redacted]

অ্যাপলকে হটিয়ে ফের শীর্ষে মাইক্রোসফট

সাপ্লাই চেন সমস্যার কারণে আইফোন বিক্রিতে সমস্যা হওয়ায় শুক্রবার অ্যাপলের শেয়ারের দাম এক দশমিক আট শতাংশ কমে গেছে৷ অন্যদিকে মাইক্রোসফটের শেয়ারের দাম বেড়েছে দুই দশমিক দুই শতাংশ৷

তাই শুক্রবার দিন শেষে অ্যাপলের বাজার মূলধনের পরিমাণ দাঁড়িয়েছিল ২.৪৮ ট্রিলিয়ন ডলার৷ আর মাইক্রোসফটের ২.৪৯ ট্রিলিয়ন ডলার৷ অর্থাৎ ২০২০ সালের মাঝামাঝিতে অ্যাপলের কাছে হারানো বিশ্বের সবচেয়ে মূল্যবান কোম্পানির তকমা আবার ফিরে পেয়েছে মাইক্রোসফট৷

২০১০ সালে অ্যাপল প্রথমবারের মতো মাইক্রোসফটকে ছাড়িয়ে গিয়েছিল৷ এরপর থেকে এই দুই কোম্পানির মধ্যে সেরার মুকুট রদবদল হচ্ছে৷

এ ব্যাপারে অ্যাপলের প্রধান নির্বাহী টিম কুক বলেছেন, সামনে যে ছুটির মৌসুম আসছে তখনও সাপ্লাই চেন সমস্যটা থাকতে পারে৷ অন্যদিকে এ বছরের বাকিটা সময়ও ভালো বিক্রি হওয়ার আশা করছে মাইক্রোসফট৷

ব্রিটিশ আর্থিক সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান হারগ্রিভস ল্যানসডাউনের ইকুইটি অ্যানালিস্ট সোফি লুন্ড-ইয়েটস বলেন, বৈশ্বিক সাপ্লাই চেন সমস্যা দেখা দিলে এফএএএনজি-ফ্যাঙ কোম্পানিগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বেশি সমস্যায় পড়ে অ্যাপল৷ শেয়ারবাজারে বিনিয়োগকারীদের কাছে ফেসবুক, অ্যাপল, অ্যামাজন, নেটফ্লিক্স, গুগল, এই পাঁচ কোম্পানি এফএএএনজি ফ্যাঙ নামে পরিচিত৷

করোনার কারণে ক্লাউডভিত্তিক পরিষেবার চাহিদা বাড়ায় এ বছর মাইক্রোসফটের শেয়ারের দাম ৪৯ শতাংশ বেড়েছে৷ একই সময়ে অ্যাপলের বেড়েছে ১৩ শতাংশ৷

[redacted]!

[redacted] 2M0437b [redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

এ প্রসঙ্গে বাংলাদেশ সরকারের ই-গভর্নমেন্ট সার্টের প্রকল্প পরিচালক তারেক এম বরকতউল্লাহ বলেন, এবারের ভাইরাসটি ব্যতিক্রম। এটি অনবরত তথ্য সংগ্রহ করে সেগুলো পাঠিয়েই যাচ্ছে। অনেকটা কাঠঠোকরা পাখির মতো। কাঠঠোকরা পাখি যেমন গাছের যে স্থানে ঠোকর দিচ্ছে, তাড়িয়ে দিলে আবার ঘুরে এই স্থানে এসে ঠোকর দিচ্ছে।

তেমনি এবারের ভাইরাসটি ঘুরে ফিরে এসে একই জায়গায় বসে তথ্য সংগ্রহ করছে। তাড়িয়ে দিলে সাময়িকভাবে সরে যাচ্ছে বটে। কিন্তু একেবারে যাচ্ছে না।

প্রতিবেদনে বলা হয়, এবারের ভাইরাসটির ধরন হচ্ছে অ্যাডভান্স পারসিস্টেন্স থ্রেট (এপিটি)। অর্থাৎ এটি গুপ্তচরবৃত্তির মাধ্যমে অব্যাহত গতিতে তথ্য সংগ্রহ করে প্রেরকের কাছে পাঠাচ্ছে। এটি অনেকটা টেঙ্গুয়ান ম্যালওয়্যারের সহযোগী। এটি দ্বারা গুপ্তচরবৃত্তির মাধ্যমে গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনার তথ্য সংগ্রহ করা হয়।

এর মধ্যে রয়েছে ই-মেইল, ইউজার নেম, পাসওয়ার্ডসহ বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করে চক্রটি একটি ডাটাবেজ গড়ে তুলছে। পরে সেগুলো ব্যবহার করে সাইবার হামলা চালায় বা ব্ল্যাক মেইল করে অর্থ সংগ্রহ করে।

প্রতিবেদনে বলা হয়, সাইবার থ্রেট ইন্টেলিজেন্স ইউনিট সম্প্রতি একটি অজানা এপিটি গ্রুপের সন্দেহজনক কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করছিল। মঙ্গলবার তারা এটি শনাক্ত করে বুধবার রাতে সতর্কতা জারি করেছে। এটিকে তারা চলতি বছরের মাঝামাঝি থেকে পর্যবেক্ষণ করে আসছে।

প্রাথমিক পর্যবেক্ষণ থেকে শুরু করে বুধবার পর্যন্ত এটির মূল লক্ষ্য ছিল দেশের গুরুত্বপূর্ণ সংস্থা-যেমন জাতীয় প্রতিষ্ঠান, সামরিক, বৈজ্ঞানিক গবেষণা প্রতিষ্ঠান, ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান। এটি বাংলাদেশ ও পাকিস্তানে সাইবার হামলার জন্য প্রেরণ করা হয়েছে। কেননা দুই দেশের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে এটি কাজ করছে।

প্রতিবেদনে বলা হয়, সাইবার হামলা ঠেকাতে নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের ওয়েব পেজকে তথ্য প্রযুক্তিগতভাবে হালনাগাদ করা, কোনো অপরিচিত মেইল, ওয়েব পেজ বা বার্তা দেখলে তাতে ক্লিক না করা, অনলাইন যোগাযোগের ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করা, পাসওয়ার্ড ও ইউজার নেমের গোপনীয়তা বজায় রাখা, কোনো কারণে এগুলো হ্যাক হয়ে থাকতে

পারে বলে মনে হলে সঙ্গে সঙ্গে তা পরিবর্তন করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

মেটাভার্সের মাধ্যমে ‘আশ্চর্য এক দুনিয়া’ দেখবে মানুষ! (ভিডিও)

রি-ব্র্যান্ডিংয়ের অংশ হিসেবে ফেসবুকের কর্পোরেট পরিবর্তন করে মেটা রাখা হয়েছে। ‘মেটাভার্স’ এর দুনিয়ায় পা রাখতেই নাম বদল করেছে ফেসবুক।

মেটাভার্স হবে এক ধরনের প্যারালাল ইউনিভার্স বা সমান্তরাল দুনিয়া যেভাবে মানুষ নিজের অ্যাভাটার তৈরি করে আসল দুনিয়ার মতো সব কাজ করতে পারবেন। তবে ধীরে ধীরে পৃথিবী গড়ে তোলার মতো তৈরি হবে মেটাভার্স। সেটি মোটামুটি রূপ পেতে সময় লাগবে প্রায় ১০ থেকে ১৫ বছর।

তত দিনে ধীরে ধীরে ভিড় বাড়বে ‘মেটাভার্স’ এ। সেখানে শুরু হবে ব্যবসায়িক আদানপ্রদান। একটি আলাদা অর্থনীতি তৈরি হবে সেখানে। ফেসবুকের আশা তথ্য প্রযুক্তি ক্ষেত্রের অর্থনৈতিক চেহারা পাল্টে দেবে ‘মেটাভার্স’। ইতিমধ্যে সেখানে কোটি কোটি ডলার বিনিয়োগ করেছে ফেসবুক। আগামী দিনে ১০ হাজার মানুষের এখানে কর্মসংস্থান হবে বলেও জানিয়েছে।

কী এই মেটাভার্স

‘ইউনিভার্স’ এর মতো আশ্চর্য এক দুনিয়া ‘মেটাভার্স’। তবে স্বর্গ-মর্ত-পাতালের বাইরে তৃতীয় কোনো জগৎ নয়। এই বস্তুগত উপস্থিতি নেই, আছে ‘ভার্চুয়াল’ উপস্থিতি। সেখানে ব্যবহারকারীর পরিচয় আছে নিজস্ব, ক্রিপ্টোকারেন্সিতে আছে অর্থ, আছে সম্পত্তি, সেখানেই তার পরিচয় তৈরি হবে নতুন করে।

মেটাভার্সে ব্যবহারকারীদের প্রত্যেকের অ্যাভাটারের মতো একটি

‘থ্রিডি ভার্চুয়াল’ রূপ থাকবে। সেই ভার্চুয়াল রূপ বাস্তবের মানুষটির প্রতিনিধিত্ব করবে ভার্চুয়াল দুনিয়ায়। সেখানেই ওই থ্রিডি রূপটির মাধ্যমে পরিচয় তৈরি হবে বাস্তবের ব্যবহারকারীর। সেখানে তার মতো আরও অন্য মানুষ থাকবেন। তাদের সঙ্গে সেই দুনিয়াতে সম্পর্ক গড়ে উঠবে, কথা চলবে, আড্ডাও হবে। শুধু তাই নয়, এই ভার্চুয়াল জগৎ ব্যবহার করে খেলা, কোনো গানের বড় অনুষ্ঠান, সব কিছুই করা যাবে।

১৯৯২ সালে নিল স্টিফেনসন তার ‘স্নো ক্র্যাশ’ উপন্যাসে প্রথম ‘মেটাভার্স’ শব্দটি ব্যবহার করেছিলেন। সেই শব্দটি বর্তমানে প্রযুক্তির ভবিষ্যৎ হিসাবে উঠে এসেছে। ফেসবুকের তরফ থেকে বলা হয়েছে, এত দিন গেম খেলার ক্ষেত্রে কম্পিউটারে পর্দায় ভার্চুয়াল দুনিয়া দেখে তাতে অংশ নিতে হতো। কিন্তু ‘মেটাভার্স’ এমন একটি পরিবেশ, যেখানে সেই পরিবেশের মধ্যে প্রবেশ করতে পারবেন ব্যবহারকারী। শুধু প্রবেশ করতে পারবেন না, সেখানে এক কল্পনার দুনিয়া বা সমান্তরাল দুনিয়াও তৈরি হবে তার পরিচয়ে। সেই থ্রিডি রূপটির জন্য জামাকাপড় কেনা থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষের জীবনের প্রয়োজনীয় সব কাজ করতে হবে ব্যবহারকারীকে। নিজেকে গড়ে তুলতে হবে ‘মেটাভার্স’ এর মতো করে।

ফেসবুকের নাম পরিবর্তন, নতুন নাম ‘মেটা’

ফেসবুকের কর্পোরেট কোম্পানির নাম পরিবর্তন করা হয়েছে, নতুন নাম রাখা হয়েছে ‘মেটা’। অপরিবর্তিত থাকবে ফেসবুকের অধীনে থাকা সব অ্যাপগুলোর নাম।

বৃহস্পতিবার ফেসবুকের বার্ষিক কনফারেন্সে এ ঘোষণা দেন ফেসবুকের প্রতিষ্ঠাতা মার্ক জাকারবার্গ।
ঘোষণায় তিনি বলেন, আমরা বিশ্বাস করি ইন্টারনেটের উত্তরসূরী হতে যাচ্ছে মেটাভার্স। এতে ভবিষ্যৎ বদলে যাবে ইন্টারনেটের।

মূল প্রতিষ্ঠান হিসেবে মেটার অধীনে থাকবে ফেসবুক, ইন্সটাগ্রাম এবং হোয়াটসঅ্যাপ। ‘মেটাভার্স বা পরাবাস্তব জগৎ’ প্রকল্পের অংশ হিসেবেই প্রতিষ্ঠানটির এ ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা বলে জানান ফেসবুক প্রতিষ্ঠাতা জার্কারবার্গ।

এ ব্যাপারে, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমটির বিস্তারিত পরিকল্পনাও তুলে ধরা হয়। ‘মেটাভার্স’ গড়তে পাঁচ কোটি ডলার বিনিয়োগের ঘোষণাও দেয়া হয়।

এই বদলের ফলে ফেসবুকসহ এর অন্যান্য সেবার নাম অবশ্য বদলে যাবে না। ইন্সটাগ্রাম, হোয়াটসঅ্যাপ, মেসেঞ্জারের মতো সেবার নাম আগের মতোই থাকবে। ‘মেটা’ হবে মূলত এর প্যারেন্ট কোম্পানি।

ছয় বছর আগে গুগল যেভাবে মাদার কোম্পানি অ্যালফাবেট তৈরি করেছিল, ফেসবুকের নতুন ব্র্যান্ডিংয়ের ক্ষেত্রেও একই মডেল অনুসরণ করা হচ্ছে।

ফেসবুকের নাম পরিবর্তন, নতুন নাম ‘মেটা’

ফেসবুকের কর্পোরেট কোম্পানির নাম পরিবর্তন করা হয়েছে, নতুন নাম রাখা হয়েছে ‘মেটা’। অপরিবর্তিত থাকবে ফেসবুকের অধীনে থাকা সব অ্যাপগুলোর নাম।

বৃহস্পতিবার ফেসবুকের বার্ষিক কনফারেন্সে এ ঘোষণা দেন ফেসবুকের প্রতিষ্ঠাতা মার্ক জাকারবার্গ।
ঘোষণায় তিনি বলেন, আমরা বিশ্বাস করি ইন্টারনেটের উত্তরসূরী হতে যাচ্ছে মেটাভার্স। এতে ভবিষ্যৎ বদলে যাবে ইন্টারনেটের।

মূল প্রতিষ্ঠান হিসেবে মেটার অধীনে থাকবে ফেসবুক, ইন্সটাগ্রাম এবং হোয়াটসঅ্যাপ। ‘মেটাভার্স বা পরাবাস্তব জগৎ’ প্রকল্পের অংশ হিসেবেই প্রতিষ্ঠানটির এ ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা বলে জানান ফেসবুক প্রতিষ্ঠাতা জার্কারবার্গ।

এ ব্যাপারে, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমটির বিস্তারিত পরিকল্পনাও তুলে ধরা হয়। ‘মেটাভার্স’ গড়তে পাঁচ কোটি ডলার বিনিয়োগের ঘোষণাও দেয়া হয়।

এই বদলের ফলে ফেসবুকসহ এর অন্যান্য সেবার নাম অবশ্য বদলে যাবে না। ইন্সটাগ্রাম, হোয়াটসঅ্যাপ, মেসেঞ্জারের মতো সেবার নাম আগের মতোই থাকবে। ‘মেটা’ হবে মূলত এর প্যারেন্ট কোম্পানি।

ছয় বছর আগে গুগল যেভাবে মাদার কোম্পানি অ্যালফাবেট তৈরি করেছিল, ফেসবুকের নতুন ব্র্যান্ডিংয়ের ক্ষেত্রেও একই মডেল অনুসরণ করা হচ্ছে।

হোয়াটসঅ্যাপে আসছে আনডো বাটন

ফেসবুক মালিকানাধীন মেসেজিং প্ল্যাটফরম হোয়াটসঅ্যাপ প্রতিযোগিতার বাজারে টিকে থাকতে নতুন নতুন ফিচার যুক্ত করছে। সেই ধারাবাহিকতায় এবার গ্রাহকদের চাহিদা এবং সুবিধার কথা মাথায় রেখে নতুন নতুন ফিচার নিয়ে আসছে সংস্থাটি। মূলত স্ট্যাটাস আপডেটের জন্য আনডো বাটন নামে একটি ফিচার যুক্ত করার ঘোষণা দিয়েছে প্রতিষ্ঠানটি। হোয়াটসঅ্যাপ স্টোরিতে যেসব ছবি প্রকাশ করা হয় তা ইনস্টাগ্রামের মতো ২৪ ঘণ্টার মধ্যে স্বয়ংক্রিয়ভাবে ডিলিট হয়ে যায়। এ ছাড়া ভুলবশত যদি কিছু হোয়াটসঅ্যাপ স্টোরিতে শেয়ার হয়ে যায় তা ডিলিট করার সুযোগ থাকে না। তবে আনডো বাটনের সাহায্যে এটিকে সঙ্গে সঙ্গে রিমুভ করে দেওয়া যাবে এবং চাইলে অনিচ্ছাকৃত কোনো স্টোরি আপডেট করে দেওয়ার সুযোগ থাকবে। নতুন এ ফিচারটি অ্যান্ড্রয়েড বেটা ভার্জন ২.২১.২২.৬ এ যুক্ত করা হয়েছে। এ ছাড়া হোয়াটসঅ্যাপ বেটা অ্যান্ড্রয়েড ভার্সন ২.২১.২২.৫তেও এ সুবিধা পাওয়া যাবে। খুব শিগ্গির হোয়াটসঅ্যাপ ব্যবহারকারীরা এ ফিচারটির সুবিধা পাবেন।

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

লিমিটেড প্রতিষ্ঠা করে। সম্প্রতি এ প্রতিষ্ঠানটির শতভাগ শেয়ার অধিগ্রহণ করেছে সুইডেনভিত্তিক মোবাইল গেমস নির্মাণকারী প্রতিষ্ঠান স্টিলফ্রন্ট গ্রুপ। এর মাধ্যমে উল্কা গেমস লিমিটেড বাংলাদেশের প্রথম আন্তর্জাতিক মানের মোবাইল গেমিং কোম্পানি হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হলো।

বাংলাদেশের গেমিং খাতের অবস্থা

বিগত কয়েক বছর ধরে বিশাল এ বাজার ধরতে বাংলাদেশি কোম্পানিগুলো নিজ উদ্যোগে নিরলস প্রচেষ্টা করে যাচ্ছে। কিন্তু সম্ভাবনাময় বাজারে আমাদের অবদান মাত্র ৫০-৬০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের মতো যা কিনা এক শতাংশেরও অনেক নিচে। সংশ্লিষ্টরা বলছেন, এখানে আমাদের অনেক সুযোগ রয়েছে। ইতোমধ্যে মুনফ্রগ ল্যাবস ও উল্কা গেমস লিমিটেড-এর লুডো ক্লাব, তিন পাত্তি গোল্ড, আড্ডা, ক্যারাম ইত্যাদি গেম বিশ্বব্যাপী বেশ জনপ্রিয় হয়েছে। সব মিলিয়ে বিশ্বজুড়ে ১৮ কোটির বেশি ডাউনলোড হয়েছে গেমগুলো। আলফা পটেটো, বাংলাদেশের আরেকটি পুরোনো এবং স্বনামধন্য গেম স্টুডিও। তারা তাদের প্রকাশক লায়ন স্টুডিওর সঙ্গে মিলে ইতোমধ্যে বেশ কিছু জনপ্রিয় গেমস তৈরি করেছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে আই পিল গুড, আইসিং অন দ্যা কেক, পন শপ মাস্টার, প্র্যাঙ্ক মাস্টার থ্রিডি।

এ ছাড়াও থান্ডার গেমস ও প্লেয়েন্স বিদেশি নামকরা প্রকাশক কোম্পানির সঙ্গে কাজ করছে এবং চেষ্টা করে যাচ্ছে নতুন নতুন গেম নিয়ে আসার জন্য।

গেমিং নীতিমালা জরুরি

রাইজ আপ ল্যাবস-এর প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান নির্বাহী এরশাদুল হক বলেন, গেমিং স্টুডিওগুলো তাদের গেম থেকে বিজ্ঞাপন, সাবস্ক্রিপশন ও ইন-অ্যাপ পারচেজ-এর মাধ্যমে অর্থ উপার্জন করে থাকে। তা ছাড়া সাধারণত সব মোবাইল গেমে ভার্চুয়াল স্টোর থাকে। প্লেয়াররা তাদের গেমিং এক্সপেরিয়েন্সকে আরও ভালো করার জন্য এ স্টোর থেকে ভার্চুয়াল প্রোডাক্ট অথবা সাবস্ক্রিপশন ক্রয় করেন। এখান থেকেই গেম সবচেয়ে বেশি উপার্জন করে থাকে। গেম ইন্ডাস্ট্রিতে কর্মসংস্থান ও আয়ের দারুণ সুযোগ রয়েছে। এখন ইন্ডাস্ট্রিকে এগিয়ে নিতে নীতিমালা খুব জরুরি। আশা করি সরকার এ দিকটা দেখবে।

উল্কা গেমসের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা জামিলুর রশিদ বলেন,

আমাদের দেশে তৈরি গেম থেকেও এখন অনলাইন এবং অফলাইন ডিস্ট্রিবিউশনের মাধ্যমে আয় হচ্ছে। মূলত গেমের অ্যাড, সাবস্ক্রিপশন ও ইন-অ্যাপ পারচেজ থেকে এ আয় হয়ে থাকে। দেশীয় তালিকাভুক্ত কোম্পানিগুলো এই আয় থেকে সরকারকে ভ্যাট-ট্যাক্স প্রদান করে। জামিলুর রশিদ বলেন, সঠিক পরিচর্যা ও পৃষ্ঠপোষকতা পেলে আরও অনেক গেমিং স্টুডিও এ খাতে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন ও সরকারের রাজস্ব আয়ে অবদান রাখবে বলেও জানান জামিলুর রশিদ।

এ ছাড়াও যেসব বিদেশি গেমস বাংলাদেশের বাইরে থেকে ব্যবসা করছে, তাদের এ দেশে লোকাল অফিস ও ডেভেলপমেন্ট সেন্টার করার জন্য তাগিদ দেওয়া যেতে পারে। তাতে করে সরকার তার ন্যায্য ভ্যাট-ট্যাক্স পাবে এবং সেই সঙ্গে সৃষ্টি হবে নতুন কর্মসংস্থান।